দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম ৬

...র অবৈধ নোটবই শিক্ষার্থীদের ক্ষতি করছে

সালেহ চৌধুরী

...য়াগ নেই। এসব
...নে হয় না। দুঃখ,
...পরিহাস পর্যায়েও
...নিষেধাজ্ঞা তেমন
...
...ণী পর্যন্ত যাবতীয়
...রাখা বা বিক্রয়
...ছে। কেবল তাই
...য় অপরাধ বলে
...য়েছে জেল জরি-
...
...ব্যবস্থা হিসাবে এ
...সনের এ আইন
...ইভাবে অকার্যকর
...ধাজ্ঞা জারি করার
...কাশনা ও ব্যবসায়
...ন্তু এ পর্যন্ত এই
...নো ব্যবস্থা নেয়ার

...রে প্রকাশিত এ
...আভাস তুলে ধরা
...নোট বই ব্যবসা
...এই ব্যবসায় লিপ্ত
...তিন হাজার কোটি

...এর সঙ্গে কোনো
...নেই। কারো ব্যব-
...উদ্দেশ্য নয়। তবে
...চরণ সমর্থন পেতে
...গতি তথা কোমল-
...শের পরিপন্থী হয়,
...শিত করার প্রশ্ন না

আসাই বরং কাম্য ছিল। কিন্তু আইন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় যদি ফলাও ব্যবসা আকারে ব্যাপারটা চলতে থাকে আমাদের মত ছা পোষা সাধারণ মানুষের বরদাশত না করেও উপায় থাকে না। নোট বই'র অবৈধ কারবার তাই অবাধেই চলছে।

ধোঁয়ার পেছনে আগুনের মতই অনেকে এর সঙ্গে বিভিন্ন মহলের সংশ্লিষ্টতা আন্দাজ করছেন। তাদের দোষ দেয়ার উপায় আছে বলে মনে হয় না। যেমন ব্যবসাটা নিষিদ্ধ বা অবৈধ হলেও চলছে প্রকাশ্যে। হয়ত প্রকাশক প্রণেতার নাম ঠিকানায় কিছু কারচুপি থাকে, তবে বিক্রয় বিতরণ সবই হয় প্রতিষ্ঠিত বই-এর বাজার বা দোকানে। আইন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কিন্তু কোনোই ব্যবস্থা নেন না। এই নিষ্ক্রিয়তাকে ইচ্ছাকৃত মনে করেন অনেকেই। তখনই এ ইচ্ছার প্রেরণা নিয়ে অভিযোগ ওঠে। এ অভিযোগ উড়িয়ে দেয়ার মত যুক্তি আমাদের মাথায় আসে না।

পাঠ্য বই'র গোটা ব্যাপারটা টেকস্টবুক বোর্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাদের বই-এর নোট ছাপালে, রাখলে বা বিক্রি করলে অনেক শাস্তির কথা বোর্ডের পক্ষ থেকেও ঘোষণা করা হয়েছে। বোর্ড নিয়োজিত প্রকাশকেরা যখন নোট বই'র ব্যবসা ফলাওভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন তখন তা কি একান্তই তাদের অজানা থেকে যায়?

মজার ব্যাপার হচ্ছে, অনেক সময় দেখা যায়, যেমন এ বছরও দেখা গেছে, বোর্ডের বই বাজারে আসার আগেই তার নোটে বাজার ছেয়ে গেছে। এমনটা সম্ভব হতে গেলে নোট বই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বোর্ডের কারো না কারো একটা যোগসাজশ থাকতেই হবে। বোর্ডের ঔদাসীনের ব্যাখ্যাও এটাই হওয়া সম্ভব।

এ পরিস্থিতির আরেকটা বেদনাদায়ক দিক হচ্ছে এই, নোট বই'র অবৈধ ব্যবসা সমাজের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলছে। যার সহজ অর্থ হচ্ছে, মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রণীত একটি আইন প্রয়োগের উদ্যোগ বা তাগিদের অভাবে দুর্নীতির উৎসে পরিণতি পেয়েছে। একই সঙ্গে ব্যাহত করছে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে। এ ব্যাপারটিকে তাই খাটো করে দেখা উচিত নয়।

নোট বই নিষিদ্ধ হওয়ার পর এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী ঢাকার বাইরে থেকে ছাপিয়ে সারাদেশে তা ছড়িয়ে দিতেন। এর থেকে মফঃস্বল শহরগুলোতেও এ কারবার ছড়িয়ে পড়ে। এখনো অনেক জেলা শহরেই নিষিদ্ধ নোট বই প্রকাশনার ব্যবসা চলছে। এর মাঝে ব্যবসা ফাঁপিয়ে তোলে অনেকে আবার সরাসরি রাজধানী নগরী থেকেই মুদ্রণ আর বিক্রয়-বিতরণের কাজ সারছেন। মোটামুটিভাবে অবাধেই এ ব্যবসা চলছে।

অবৈধ ব্যবসা জাঁকিয়ে ওঠার প্রমাণ খুঁজতে হলে টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের দিকে চোখ ফেরানোই যথেষ্ট।

নোটবই-কে গাইড-ডাইজেস্ট প্রভৃতি নাম দিয়ে টেলিভিশনেও তার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হচ্ছে। লক্ষ্য একটাই, টাকা কামানো। ফলে নোটে কি থাকছে এ নিয়ে কারো মাথা-ব্যথা নেই। মলাটের চাকচিক্য আর কারবার সংগঠনের প্রতিযোগিতাই সার কথা। ভুল-ভ্রান্তি ছড়িয়ে এ সব নোট বই তাই শিক্ষার বদলে শিক্ষাই ছড়াচ্ছে। বেআইনী প্রকাশনায় দায়-দায়িত্ব বলেও কিছু থাকার কথা নয়। দায়িত্বহীনভাবেই এ ব্যবসা চলছে।

দায়িত্বহীন এসব প্রকাশকেরা স্বাভাবিকভাবেই কোনো নিয়ম-নীতির আওতায় পড়েন না। ফলে নোটবই'র দাম লাগাম ছাড়া হলে ও বাধা নেই, হচ্ছেও মূল বই'র চেয়ে এসব নোটের দাম থাকে কয়েকগুণ বেশী। আর প্রায় সবটাই সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী এবং তাদের সহযোগীদের নাফা;

এসব নোটবই শিক্ষার ভিত্তিটাকেই নড়বড়ে করে দিচ্ছে। আর নড়বড়ে ভেতর উপর বড় কিছু নির্মাণ আশা করা যায় না। শিক্ষার ভবিষ্যতটাই তাই অন্ধকারে ঢাকা পড়তে চলেছে। এর কি কিছুই প্রতিকার আশা করা যায় না?

নিষিদ্ধ নোটবই-র প্রচলন বন্ধ করা যদি একান্তই অসম্ভব হয় (সত্যি অসম্ভব কিনা, তা অবশ্য এ পর্যায় বলার উপায় নাই। কেননা বন্ধ করার কোনো বাস্তব উদ্যোগ এখনো নেয়া হয়নি।) তবে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে ফেলাই উত্তম। সে অবস্থায় নোটবই ও স্বাভাবিক ব্যবসার আওতায় আসবে। যার থেকে সরকারের রাজস্বও কিছু বাড়বে। লুপ্ত হবে দুর্নীতির উৎস। আর সবচে বড় কথা, তেমন অবস্থায় স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার আওতায় আসার ফলে এসব প্রকাশনার মানোন্নয়নের কিছু উদ্যোগ আসবে।

এ কথা বলার উদ্দেশ্য অবশ্য এই নয় যে; আমরা নোটবই-র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বলছি। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সত্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা যে, প্রয়োগের উদ্যোগ বা তাগিদ না থাকলে মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণীত আইনও বড় রকমের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা ভালো চাই সত্য,

তবে ভালো করা যদি একান্তই অসম্ভব হয় বাড়তি ক্ষতি ডেকে আনায় ফায়দা নেই। শিক্ষার সকল স্তরেই নোটবই জাতীয় প্রকাশনার উপর নির্ভরতা ক্ষতিকর। নিম্নতর স্তরে মারাত্মক। এ সত্য উপলব্ধি করে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে তা কার্যকর হতে বাধাটা কোথায় তা তলিয়ে দেখা দরকার। দরকার এ বাধা অপসারণের। একুশ শতকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে আর যাই হোক, শিক্ষা নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলার অবকাশ নাই। আইন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে অনীহা যত শীঘ্র কাটিয়ে উঠেন ততই মঙ্গল।

যৌথ ইশতেহারে স্ব...
সিডেন্ট ঘ্যাক শিরা...
এই ইশতেহারে স্বা...
বিংশ শতাব্দীর উষালগ্ন...
...ফ্রান্স ও চীনের...
মেয়াদী আন্তর্জাতি...
পক্ষে উদ্যোগ গ্রহণে...
আরও বলা হয় "উ...
আন্তর্জাতিক বিষয়ে...
উদ্যোগের বিরো...
...য় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে...
...শেষ দুই বৃহৎশক্তি...
...জ নিয়োজিত ছি...
...ব পারমাণবিক পরী...
...রে। এছাড়াও তারা...
...াংশ এবং পারম...
...দিন নিষিদ্ধ সংক্রান্ত...
...জানিয়েছেন।
প্রসঙ্গে দুই পক্ষই...
...র ঐকমত্যে পৌঁ...

...-কোরআন, অনুষ্ঠান...
...বোধক গান। ৩-২...
...রী। ৫-৫০ নিবেদন...
স্বাস্থ্য তথ্য। ৭-২৫...
...৩৫ পরিপ্রেক্ষিত। ৯-...
...শিকাগো হোপ। ১১-...
...ত্তি।
রু-বা-রু, ৮-০০...
...নি আওয়ার (কার্টুন)...
(সিরিয়াল), ১১-০০...
...ত, ১২-০০ ফিলিপস...
২ ০০ শাকমে খুব...
...ক ক্লি, ৩-৩০ ঝটপা...
...টি গান শো, ৫-৩০...
...৩০ ডিজনি আওয়ার...
...এন্ড জি-বিজনেস...